ভোরের কাগজ

তারিখ 13 JAN 2003
পৃষ্ঠা

ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে নিয়মিত ছাত্র নেই

প্রধানমন্ত্রী, মান্নান ভূঁইয়া, তারেক রহমানের বারবার ঘোষণাতেও সংস্কৃতি বদলায়নি

রাশিদুল হাসান : ছাত্রদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটিতে কোনো নিয়মিত ছাত্র স্থান পায়নি। কমিটিতে স্থান পাওয়া সবাই আশির দশকের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র ছিলেন। তাদের মধ্যে বয়স্ক, বিবাহিত এবং ঠিকাদারও রয়েছেন। নিয়মিত ছাত্র, অবিবাহিতদের প্রাধান্য দিয়ে সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এবং সংগঠনের প্রথম যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে বারংবার বললেও কার্যত তা হয়নি। বরং বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু একটি হত্যা মামলার আসামি বলেও জানা যায়।

২০০০ সালের ২ জুন মল চত্বরে লাল্টু এবং পিন্টু গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে ২ জন বহিরাগতের মৃত্যুর ঘটনায় সাহাবুদ্দিন লাল্টু আসামি বলে জানা যায়।

ঘোষিত বর্তমান কমিটিতে ক্ষুব্ধ এবং হতাশ মাঠ পর্যায়ের ত্যাগী নেতাকর্মীরা 'হাওয়া ভবন কমিটি' এবং 'ভাগাভাগির কমিটি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এদের মতে, হাওয়া ভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাই বর্তমান কমিটিতে স্থান পেয়েছে, বিগত ৫ বছরে যারা রাজনীতির মাঠে ছিল তাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি কমিটিতে।

প্রেস রিলিজ প্রেরণের মাধ্যমে কমিটি ঘোষণার বিষয়ে ক্যাম্পাস সংশ্লিষ্টরা অনেকে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদল তার অতীত সংস্কৃতি থেকে বের হতে পারেনি। প্রসঙ্গত, ছাত্রদলের ইতিহাসে মাত্র একবার সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘদিন পর এবার সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটি গঠনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

গত বুধবার রাতে ঘোষিত ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু বিবাহিত এবং এক সন্তানের জনক বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তিনি ১৯৮৮-৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

মধুর কেন্টিনে গতকাল ছাত্রদলের নবঘোষিত কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় নেতাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ছাত্রদল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে নিয়মিত ছাত্র নেই

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৯৫ সালে তার এ কোর্স শেষ হয়ে যায়। পরে ২০০০ সালে সাহাবুদ্দিন লাল্টু 'অপর্যাপ্ত পরিবহনের' ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস করেন। বর্তমানেও তিনি এ বিষয়ের ওপর থিসিস চালিয়ে যাচ্ছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। কমিটি ঘোষণার কয়েক মাস আগে তিনি জাপান-স্টাডি সেন্টারে ভর্তি হয়েছেন বলে জানা যায়।

সিনিয়র ● সহসভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষা বর্ষে। দুজনেই কয়েক মাস আগে স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ডিপ্লোমা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। যুগ্ম সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিমও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র নয়।

ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে ঘোষিত আমিরুল ইসলাম আলীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৮৯-৯০ সালে। তিনি হাওয়া ভবনের হয়ে এক সময় কাজ করতেন বলে ছাত্রদল সূত্রে জানা যায়। বর্তমানে তার ছাত্রত্ব নেই বলে জানা যায়। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে ঘোষিত হাসান মামুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৯০-৯১ সালে। বর্তমানে তিনিও 'ছাত্রত্ব টিকিয়ে রাখার সাবজেক্ট' হিসেবে পরিচিত স্বাস্থ্য অর্থনীতির ছাত্র বলে জানা যায়।

নব ঘোষিত অসম্পূর্ণ কমিটির ছাত্র নেতাদের মধ্যে আজিজুল বারী হেলাল, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু প্রমুখ ঠিকাদারি কাজের সঙ্গে জড়িত বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

এদিকে বিএনপি নেতাদের ইতিপূর্বেকার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নব গঠিত কমিটিতে নিয়মিত ছাত্রদের স্থান না হওয়ায় ছাত্রদের একটি অংশের মধ্যে ব্যাপক হতাশা এবং চাপা ক্ষোভ লক্ষ করা গেছে। ক্ষুব্ধ এবং হতাশ নেতাকর্মীরা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, আমাদের সঙ্গে বেইমানি করা হয়েছে। তাদের মতে, একাধিক সভা সমিতিতে তারেক রহমান নিয়মিত এবং ত্যাগী ছাত্র নেতাদের দিয়ে ছাত্রদলের কমিটি গঠিত হওয়ার কথা বললেও শেষ পর্যন্ত তা কথার কথাই থেকে গেছে। এদের মতে, গত ৫ বছরের ত্যাগী নেতাকর্মীদেরও বর্তমান কমিটিতে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, বর্তমান কমিটি গঠনে তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ গিয়াসউদ্দিন মামুন, রফিকুল ইসলাম বকুল, ডা. ফিরোজ নেপথ্যে ব্যাপক প্রভাব রেখেছেন। তাদের পরামর্শ মতোই কমিটি গঠন করেছেন তারেক রহমান। গিয়াসউদ্দিন মামুন নবগঠিত কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টুর বেয়াই বলে জানা যায়। অপরদিকে তারেক রহমানের রাজনৈতিক সচিব রফিকুল ইসলাম বকুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল।

এদিকে ছাত্রদলের নব ঘোষিত কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিলুপ্ত হওয়া ছাত্রদল কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কারো স্থান না হওয়ায় বিস্ময় এবং হতাশা প্রকাশ করেছেন নেতাকর্মীরা। সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি না হওয়ায় নেতাকর্মীদের মাধ্যমে চাপা ক্ষোভ এবং হতাশা লক্ষ করা গেছে। প্রসঙ্গত, গত ২১ ডিসেম্বর ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা স্থগিত করে দেওয়া হয়।

মধুর কেন্টিনে গতকাল নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে ছাত্রনেতা ও কর্মীরা ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। মধুর কেন্টিনে গতকাল কমিটি গঠন উপলক্ষে ছাত্রনেতা ও কর্মীরা পরস্পরকে মিষ্টি মুখ করান।

এদিকে নবগঠিত ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গতকাল জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরাও এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।